হোমিওপেথিক

চিকিৎসা-প্রয়োগ।

বা

হোমিওপেথিক চিকিৎসা-শিক্ষা

অর্থাৎ

ইহাদ্বারা সাধারণ পীড়ায় বিনা ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

জে, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১১৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১১৯ নং ওল্ড বৈটকখানা বাজার রোড বানর্জ্জি প্রেসে
শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৬ সাল।

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে প্রকৃত চিকিৎসক হওয়া সম্ভব নহে। গৃহস্থেরা পরিবারবর্গের সামান্যরূপ পীড়ায় ডাক্তার না ডাকিয়া নিজে চিকিৎসা করিতে চেষ্টা করেন ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। ধনী ব্যক্তিদিগকে সংসারস্থ লোকদিগের সামান্য ব্যারামহেতু বড় বেশী ভাবিতে হয় না। কারণ তাঁহাদিগের এই কার্য্যে কোন না কোন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সাধারণ ভদ্রলোকের পক্ষে তাহা দুরূহ; সুতরাং তাঁহাদিগের এইরূপ দুর্ভাবনার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া সহজ নহে। তবে যদি নিজে চিকিৎসার ভার যৎকিঞ্চিৎ লইয়া চলিতে পারেন তাহা হইলেই সুবিধা। এরূপ স্থলে বোধ হয় যদি গৃহস্থ চিকিৎসা-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও এমন কোন পুস্তক পান এবং এমন কোন চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করেন, যাহাতে সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন হয় অথচ নির্ব্বাচনে দৈবাৎ ভ্রম হইলে বিপদে পড়িতে না হয় তাহা হইলেই আরও সুবিধা। আজ

কাল দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ বোধ হইতেছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে সাধারণ পীড়ায় হোমিওপেথিক ঔষধই উৎকৃষ্ট। অতএব ইহাই গৃহস্থের ব্যবহার্য্য এবং ইহারই ব্যবহার শিক্ষা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখ্য অভিপ্রায়।

এই পুস্তক কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। কেবল লরি, রডক, জন্‌সন্ প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুস্তক অবলম্বন করিয়া এবং আমার নিজের ১০। ১২ বৎসরের বহুদর্শিতাদ্বারা উক্ত মহোদয়দিগের মতামত পরীক্ষায় লিখিত হইল। ইহা দ্বারা কোন গৃহস্থের অণুমাত্র উপকার, হইলেই পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
তাং ১২ই জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৯৬ সাল। } শ্রীজানকীনাথ শর্ম্মা।

সূচী।

ঔষধ রাখিবার ও খাওয়াইবার নিয়মাবলী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে বাক্সে কর্পূর কিম্বা ছোট এলাচ প্রভৃতি তীব্র গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য থাকে তাহাতে রাখা উচিত নহে। যাহাতে কোন গন্ধ নাই এরূপ বাক্সে রাখা যাইতে পারে, অথবা ঔষধের শিশিগুলি দেওয়ালের উপর তাকে রাখিলে কোন ক্ষতি নাই। রৌদ্র বা অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিলে ঔষধ খারাপ হইতে পারে। সুতরাং ঘরের ভিতর যে স্থানে রৌদ্র না আইসে অথচ অত্যন্ত ঠাণ্ডা না লাগে তথায় রাখিবে। নিকটে গন্ধ-বিশিষ্ট কোন দ্রব্য রাখিবে না। মধ্যে মধ্যে যখন ঘরে ধুনা দেওয়া আবশ্যক হইবে তখন ঔষধগুলি সরাইয়া ঘরের বাহিরে আনিয়া ধুনা দিবে।

ঔষধ খাইবার সময় জলে মিশ্রিত করিতে হইলে একটি কাচের গ্লাসে করিতে হইবে। কাচের গ্লাসে ঔষধ দিবার পূর্ব্বে উহা চুণ মিশ্রিত নয় এরূপ সুরকি দিয়া উত্তম করিয়া ভিতরদিক ধৌত করিবে। যতবার

ঔষধ দিবে ততবার উহা এইরূপ ধৌত করিবে। ভিন্ন ঔষধ দিবার সময় উহা আরও সন্তর্পণে মাজিবে। নূতন শিশি হইলে আরও ভাল হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পুরাতন শিশি ব্যবহার নিষেধ। যে শিশিতে একবার কোন এলোপ্যাথিক ঔষধ রাখা হইয়াছে, তাহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নিমিত্ত ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ। গ্লাসের অভাবে চিনের বাটী ও তদাভাবে পাথরবাটী উত্তমরূপ মাজিয়া ঔষধের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শিশি হইতে ঔষধ ঢালিবার সময় ড্রপ কনডকটার দিয়া ঢালাই বিধেয়। ঢালিবার সময় ঔষধিতে অঙ্গুলি বা কাপড় ইত্যাদি কদাচ না লাগে দেখিবে।

পথ্যাপথ্য।

পথ্যাপথ্য লিখিয়া শেষ করা যায় না। মোটামুটি প্রতি গৃহস্থই জানেন। তরুণ জ্বর হইলে ভাত বন্ধ করিতে হয় ইহা সকলের বিদিত আছে। তবে অনেক ডাক্তারে দুধসাগু বন্দোবস্ত করেন, তাহা আমার মতে ভাল বোধ

হয় না। জ্বর অবস্থায় দুগ্ধ অনিষ্টকারক ইহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। জ্বরকালীন জলসাগু বিধেয়।

মিছরি—পরিষ্কার হইলে অল্প অল্প খাইতে পারে।

দাড়িম্ব—যদি উদরাময় না থাকে তবে দেওয়া যাইতে পারে।

পেটের ব্যারামে দুগ্ধ খাওয়া নিষেধ। অতিশয় পেট নাবাইলে ভাত খাওয়া অবিধেয়। স্নানও অবিধি। জলবার্লি বা জলসাগু দেওয়া ব্যবস্থা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে কোন ব্যারামে ব্যবহৃত হইলে শাক, অম্ল ও মিষ্টান্ন খাওয়া একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। ঔষধ ব্যবহার কালীন যদি ভাত খাওয়া চলে তবে লঙ্কার ঝালও বাদ দিতে হইবে। যদি রোগীর তামাক খাওয়া অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে উহা ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও এক ঘণ্টা পরে খাইতে হইবে। ঔষধ খাইয়াই পান, মিছরি ইত্যাদি খাওয়া অবিধেয়। ছোট এলাইচ, লবঙ্গ প্রভৃতি গরম ও গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য ঔষধ সেবন অবস্থায় ব্যবহার অযোগ্য। মদ, গাঁজা প্রভৃতি অভ্যস্তদিগের নেশা বন্ধ রাখিতে হইবে।

ঔষধের মাত্রা।

পুস্তকের সকল স্থানে ঔষধ সেবনের যে মাত্রার কথা লেখা হইল অর্থাৎ ১ ফোটা ঔষধ ও আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জল তাহা পূর্ণ বয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্কের পক্ষে বুঝিতে হইবে। বালকের পক্ষে উহার অর্দ্ধেক মাত্রা ব্যবহার্য্য অর্থাৎ এক ফোঁটা ঔষধ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া উহার অর্দ্ধেক মাত্রা এক ডোজ করিবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ডাইলিউসন দৈবাৎ অধিক অর্থাৎ ৮।১০ ফোঁটা খাইয়া ফেলিলেও মারাত্মক হয় না। কিন্তু আধ শিশি আন্দাজ ঔষধ কদাচ কেহ একেবারে খাইয়া ফেলিলে পেট ফাঁপিয়া উঠা বা অপর কোন উপদ্রব আসিতে পারে। এরূপ অবস্থায় একটু কর্পূর জলে গুলিয়া বা একটু তেঁতুল জলে ভিজাইয়া খাওইলে উহা নিবারণ হইবে। ব্যারাম শীঘ্র সারিবে মনে করিয়া অধিক ঔষধ খাওয়ান অবিধেয়।

ব্যারাম হইবার পূর্ব্বে সতর্কতা।

যাঁহাদের শরীর কোন না কোন অসুখগ্রস্ত তাহাদের ক্রমাগত ৩।৪ দিবস রাত্রি জাগরণ করা উচিত নয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর ওদিকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাহিরে শয়ন করা অকর্ত্তব্য। কারণ উহা ঋতু পরিবর্ত্তনকাল ঐ সময় অনেক ব্যারামের সম্ভব হয়।

স্নান—নিত্য এক সময়ে ও এক পুষ্করিণীর বা এক নদীর জলে স্নান করিবে।

ম্যালেরিয়ার সময় অধিকক্ষণ অনাহার থাকা ভাল নয়। সকাল সকাল আহার করা উচিত৴ গাত্র সর্ব্বদা অনাবৃত রাখা ভাল নয়। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় বিরেচক দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। জোলাপ প্রভৃতি লওয়া ঐ সময় অবিধেয়।

ভিজা কাপড়ে অধিকক্ষণ থাকা ভাল নয়, এবং নূতন জলে অধিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করাও অকর্ত্তব্য।

ব্যবহার্য্য ঔষধ।

ঔষধ।	ডাইলিউসন।
আর্ণিকা মূল আরক ও	৬
একোনাইট	৩ ও ৬
বেলাডনা	৬
হিপার-সল্‌ফর	৬
নক্সভমিকা	৬
ব্রায়নিয়া	৬
আর্সেনিক	৬
কেন্থারিস	১ ও ৬
কার্ব্ব-ভেজিটেবলিস	৬
কেমমিলা	৬
পলসেটিলা	৬
চায়না	১ ও ৬
সিনা	৬
কুপ্রম্	৬
জেলসিমিনম্	১
ইপিকাক্	৬
মার্কিউরিয়স-সল্	৬
মার্কিউরিয়স-কর	৬
কেলেণ্ডুলা	মূল আরক
সিকেলি	৬
কলসিন্থ	৬

ঔষধ।	ডাইলিউসন।
স্পঞ্জিয়া	৬
ফস্ফরস	৬
রসটক্স	৬
সাইলিসিয়া	৬
সলফর	৬
ভেরেট্রম্	৩
এসিড ফস্ফরিক	৬
এসিড নাইট্রিক	৬
এসিড হাইড্রোসায়েনিক	৬
কেনাবিস	৬
কেপ্সিকম্	৬
ডলকেমারা	৬
লাইকোপোডিয়ম	৬
সিপিয়া	৬
ডায়াস্কোরিয়া	৬
হেমামিলিস	৬
কেম্ফর	৬
বেপ্টিসিয়া	১
এণ্টিমোনিয়ম-টার্ট	৬
ইগ্নেসিয়া	৬
ড্রোসিরা	৬

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রয়োগ।

আঘাত।

প্রধান ঔষধ—আর্ণিকা মূল আরক বাহ্যিক প্রয়োগ।
আর্ণিকা ৬ ডাইলিউসন আভ্যন্তরিক প্রয়োগ।

আঘাত লাগিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে আর্ণিকা মূল আরক ১০।১২ ফোঁটা আধ পুয়া পরিষ্কার জলে মিশ্রিত করিয়া একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া ১৫।১৬ মিনিট বাঁধিয়া রাখিবে। তৎপরে রক্ত বন্ধ হইলে খুলিয়া দিবে। ঔষধ দিতে বিলম্ব হইলে ক্ষত স্থান অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিয়া থাকিবে এবং তৎপরে ঠাণ্ডা জল ঢালিবে। অল্প আঘাত বা অধিক আঘাত এমন কি হাড় পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেলেও এই ঔষধ। অত্যন্ত আঘাত লাগিলে সময়ে সময়ে জ্বরও আইসে। জ্বর আসিলে আর্ণিকা ৬ ডাই-লিউসন ১ ফোঁটা, আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া এক ঘণ্টা অন্তর এবং জ্বর গুরুতর না হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর

দিবে। কাচ ইট বা কাঠের চোকলার উপর পড়িয়া যাইয়া রক্তপাত হইলে আহত স্থান হইতে প্রথমে কাচ ইট বা কাঠের চোকলার টুকরা সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিবে। তৎপরে ঐরূপে চিকিৎসা করিলে রোগী একদিনে আরোগ্য হইবে।

আঘাত লাগিয়া রক্ত নির্গত না হইলেও অর্থাৎ কেবল মুচ্‌ড়াইয়া গেলেও আর্ণিকা মূল আরক পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য।

ফোড়া।

প্রধান ঔষধ—বেলাডনা ও হিপার সলফার।

ফোড়া প্রথমে ব্রণের মত হইয়া দেখা দিলে আর্ণিকা-মূল আরক ৪।৫ ফোঁটা এক ছটাক জলে মিশাইয়া ব্রণ ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে হ্রাস হইতে না থাকিলে বেলে-ডোনা ৬ ডাইলিউসন ১ ফোঁটা আন্দাজ আধ ছটাক জলে মিশাইয়া দিবসে তিনবার ও রাত্রে একবার দিবে। ইহাতে ফোড়া বসিয়া যাইবে। যদি না যায় হিপার সলফার ৬ ডাইলিউসন ১ ছটাক জলে মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ

খাওয়াইবে। তিসির পুলটিসও দিতে থাকিবে। ফোড়া যদি নরম জায়গায় হয় আপনি পাকিয়া ফাটিয়া যাইবে। শক্ত স্থানে হইলে যে কোন ছুরিকা দ্বারা একটু মুখ করিয়া দিবে ও পূর্ব্ববৎ ঔষধের ব্যবস্থা রাখিবে।

মন্দাগ্নি।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা।

দাস্ত ভাল হয় না অথচ তিন চারিবার করিয়া যাইতে হয়। ক্ষুধাও কম এইরূপ স্থলে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত ১ ফোঁটা মিশাইয়া দিন তিনবার করিয়া তিন চারি দিন খাইলেই সারিবে। উহার পরেও যদি পীড়া কিছু অবশিষ্ট থাকে সলফর ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ একবার করিয়া দুই দিন খাইলেই একেবারে যাইবে। ঔষধ সেবনাবধি এক বেলা ভাত ও এক বেলা দুধসাগু পথ্য। গুরুপাক দ্রব্য বিশেষতঃ মিষ্টান্ন একেবারে নিষিদ্ধ।

পেটের ব্যারাম।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ও পলসেটিলা।

তৈলাক্ত দ্রব্য খাইয়া বা অন্নের ব্যারাম হেতু পেটের ব্যারাম অর্থাৎ ঘণ্টা ঘণ্টা প্রচুর পরিমাণে পাতলা দাস্ত হইলে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া এক ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। গুরুপাক দ্রব্য খাইয়া হইলে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ ব্যবহার্য্য। অকাতরে দাস্ত হওয়া ও কাহিল বোধ করা থাকিলে চায়না ৬ ডাইলিউসন পূর্ব্ববৎ সেবনীয়, পেট অতিশয় বেদনা করিলে কলোসিন্থ ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ খাইতে দিবে। গরম কিম্বা ধোওয়া ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। স্নান কোন মতেই বিধি নহে। পথ্য, বৈকালে জলবার্লি একটু লবণের সহিত দিয়া অর্দ্ধ পোয়া দিবে। সোডাওয়াটার বা লিমনেড খাইবার কোন আবশ্যক নাই।

দুই দিবস এইরূপ ব্যারাম থাকিলে তৃতীয় দিবসে গাঁধালের ঝোল দিবে।

মুখের বা জিহ্বার ঘা।

প্রধান ঔষধ—মার্কুরিয়স-সল ৬ ডাইঃ।

প্রায়ই মার্কুরিয়স সল ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া প্রাতে একবার ও অপরাহ্নে একবার এইরূপ চার পাঁচ দিন ব্যবহার করিলে আরোগ্য হয়। রোগীর যদি কোন প্রকার পারা দোষ থাকে তবে ইহাতে উপকার হইবার সম্ভব নাই। পারা দোষে এসিড নাইট্রিক্‌ ৬ ডাইলিউসন উক্ত প্রকারে সেবনীয়।

গলায় বেদনা ও ঘা।

প্রধান ঔষধ—বেলাডনা ৬, ও ব্রায়নিয়া ৬।

সামান্যরূপ গলায় বেদনা হইলে বেলাডনা ৬ ডাই-লিউসন ১ মাত্রা করিয়া দিবসে তিনবার দিবে। এইরূপ তিন দিন খাইলেই সারিবে। কলিচুণ গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়াও মন্দ নহে। দধি ও অম্ল একেবারে নিষেধ। গলায় একটা গরম কাপড় জড়াইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি কাশী থাকে তবে ব্রায়নিয়া ৬ ডাইলিউসন উপরি উক্ত

প্রকারে ব্যবহার্য্য। গলায় ঘা হইলে এসিড নাইট্রিক্ ৬ ডাইলিউসন দিবসে তিনবার ঐ মাত্রায় খাওয়া বিধি।

শোষ ঘা।

প্রধান ঔষধ—কেলেণ্ডুলা বাহ্যিক প্রয়োগ।
সাইলিসিয়া আভ্যন্তরিক প্রয়োগ।

কেলেণ্ডুলা মূল আরক ৬।৭ ফোটা অৰ্দ্ধ পুয়া জলে দিয়া দিবসে দুইবার করিয়া ঘা ধৌত করিবে ও সাই-লিসিয়া ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অৰ্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দিবসে তিনবার করিয়া খাইতে দিবে। যদি ৬।৭ দিন খাওয়াইয়া একেবারে না সারে তবে দুই দিবস সলফর ৬ ডাইলিউসন প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিয়া আর্সেনিক দিবে।

হাঁপানি।

প্রধান ঔষধ—ইপিকাক ৬ ও আর্সেনিক ৬।

হাঁপানি প্রায়ই অম্ল কাশী সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা আরোগ্য হওয়া দুরূহ। তবে ঔষধ ব্যবহারে দমন

করিতে পারা যায়। প্রথমাবস্থার ইপিকাক ৬ ডাই-লিউসন তিনবার করিয়া দিতে হইবে। উহাতে উপ-কার না হইলে আর্সেনিক ৬ ডাইলিউসন উক্তরূপ দিবে।

মাথা ধরা।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬ ডাইঃ।

কোষ্ঠ বদ্ধ বা রাত্রি জাগরণ হেতু হইলে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন দিবে। জ্বর, রৌদ্র, নাসা বা অন্য কোন কারণে হইলে বেলাডনা ৬ ডাইলিউসন ব্যবহার্য্য, জলে ভিজিয়া মাথা ধরিলে ডলকেমারা ৬ ডাইলিউসন দেওয়া বিধি। ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া হেতু হইলে এসিড ফসফরস দিবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র ঔষধ।

মাথা ঘোরা।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬, ও ফসফরস ৬।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হেতু হইলে নক্স-ভমিকা ৬ ডাইলিউসন ব্যবহার্য্য। ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া

হেতু হইলে ফসফরস ৬ ডাইলিউসন প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতে দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে চায়না ৬ ডাইলিউসন এবং সলফর ৬ ডাইলিউসন দিবে। চক্ষু লাল মাথা নিচু করিলে ভারি বোধ হইলে বেলাডনা ৬: দিবে। রৌদ্র লাগান রাত্রি জাগরণ করা প্রভৃতি কু অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে।

আধকপালে।

প্রধান ঔষধ—নক্‌সভমিকা ৬।

এই রোগ প্রায়ই কোষ্ঠ বদ্ধ হেতু হইয়া থাকে। দিবসে তিনবার করিয়া তিন চারি দিন নক্‌সভমিকা ৬ ডাইলিউসন ব্যবহার করিলে শীঘ্র আরোগ্য হইবে। দুই এক দিন রাত্রিকালে আহার বন্ধ করিয়া দুগ্ধ সাবু খাইতে দিবে। যদি পেটের ব্যারাম থাকে তবে পলসেটিলা ঐরূপ দিবে।

পুড়িয়া যাওয়া।

প্রধান ঔষধ—ক্যান্থারিস ১ ডাইলিউসন বাহ্যিক প্রয়োগ।

পুড়িয়া যাইলে কদাচ ক্ষত স্থানে জল দিবে না। ক্যান্থারিস ১ ডাইলিউসন ৭।৮ ফোঁটা একটু গ্লিসারিণ তৈলে মিশাইয়া ইহার উপর দিবে। গ্লিসরিণের অভাবে নারিকেল তৈলে চলিবে। ক্যান্থারিস ৬ ডাইলিউসন দুই এক দিন দুইবার করিয়া খাইতে দিবে। যদি ঘা হয় তবে কেলেণ্ডুলা একটু তৈলের সহিত লাগাইতে দিবে।

ঘুংড়ি।

প্রধান ঔষধ—স্পঞ্জিয়া ৬ ডাইঃ ও হিপার সলফর ৬।

এইটি ছেলেদের বড় কঠিন রোগ। হঠাৎ মারা পড়িবার সম্ভব। শিশু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া অবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহা ঐরূপ মারাত্মক ভাবে থাকে। এই সময়ে উহাদিগের কদাচ ঠাণ্ডা না লাগে এইরূপে সতর্কে রাখিলে প্রায় ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ঔষধ ব্যবস্থা—যদি ঘং ঘং শব্দ করিয়া কাশিতে থাকে এবং স্বর বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তবে স্পঞ্জিয়া ৬ ডাইলিউসনের ক্ষুদ্র বটিকা দুইটি করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। জ্বর থাকিলেও ঐ ঔষধ। যদি স্বর বন্ধ হইবার উপক্রম না হয় তবে হিপার সলফর ৬ ডাইলিউসন দিবে। যদি সামান্য কাশী হয় বেলাডনা দেওয়া বিধি। যদি বৈকালে ঈষৎ জ্বর বোধ হয় তবে দুই এক দিন স্পঞ্জিয়া দিয়া সলফর ৬ ডাইলিউসন দিবে।

সরল কাশী।

প্রধান ঔষধ—ব্রায়নিয়া ৬ ডাইলিউসন।

সকলের পক্ষেই প্রধান ঔষধ ব্রায়নিয়া ৬ ডাইলিউ-সন। যদি জলে ভিজিয়া হয় তবে ডলকেমারা দেওয়া বিধি। গলায় বেদনা থাকিলে বেলাডনা ৬, ডাইলিউসন দিতে হইবে। অজীর্ণতা থাকিলে নক্স-ভমিকা ৬ ডাইলিউসন দিবে। জ্বর থাকিলে প্রথমে

একোনাইট ৬, তৎপরে ব্রায়নিয়া ৬, দিবে। শেষে দুই একবার সলফর দিলে আরোগ্য হইবে।

সর্দ্দি।

প্রধান ঔষধ—একোনাইট ৬ ডাইলিউসন ও নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন।

সর্দ্দি সরল থাকিলে এবং যদি তৎসঙ্গে জ্বর না থাকে কোন প্রকার ঔষধ দিবে না। জ্বর থাকিলে একোনাইট ৬, দিবে। যাঁহাদের সর্দ্দি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রায়ই হইয়া থাকে বিশেষতঃ ছেলেদের, তাঁহাদের পক্ষে কেলকেরিয়া কার্ব্ব ৬ ডাইলিউসন প্রত্যহ দুই বার করিয়া প্রতিমাসে ৫।৭ দিন দেওয়া বিধি। সর্দ্দি হেতু জ্বর ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে বেলাডনা ৬, দিবে। সর্দ্দি বসিয়া গেলে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবনীয়। যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয় স্পিরিট কেম্ফর তিন ফোটা করিয়া দুই দিন খাইতে দিবে। কেম্ফর ঔষধ পরিষ্কার চিনির সহিত খাওয়ান বিধেয়।

মূর্চ্ছা।

প্রধান ঔষধ—বেলাডনা ৬ ডাইলিউসন।

ছেলেদের প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে। এই রোগে বেলাডনা ৬ ডাইলিউসন দিবসে তিনবার করিয়া দুই তিন দিন দিবে। জ্বর থাকুক বা নাই থাকুক এই ঔষধ। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন বিধেয়।

শূল বেদনা।

প্রধান ঔষধ—ডায়স্কোরিয়া ৬ ডাইলিউসন।

অজীর্ণতা প্রভৃতি দোষে পেটে সচরাচর যে প্রকার বেদনা হইয়া থাকে তাহাকে শূল বেদনা বলা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নিয়মিতরূপে শূল বেদনা হইয়া থাকে। ইহা অম্ল বা পিত্তাধিক্য হেতু হয়। প্রথমে দুই এক ডোস নক্সভমিকা দিয়া উপশম না হইলে ডায়স্কোরিয়া ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলে ১ ফোটা দিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

দাঁত উঠা।

প্রধান ঔষধ—কেমোমিলা ৬ ডাইলিউসন।

ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় প্রায়ই পীড়া হইয়া থাকে। ঐ সময় উহাদের পেটের ব্যারাম ও জ্বর হয় এবং স্বভাব অতিশয় খিট্‌খিটে হয়। ইহার এক-মাত্র ঔষধ কেমোমিলা ৬ ডাইলিউসন অৰ্দ্ধ ছটাক জলে ১ ফোটা দিয়া উহার চারি ভাগের একভাগ এক ডোসে ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। অন্য কোন ঔষধের প্রায় আবশ্যক হইবে না।

আমাশয় ও আমরক্ত।

প্রধান ঔষধ—ইপিকাক ৬ ডাইলিউসন ও মার্কুরিয়স কর ৬ ডাইলিউসন।

কেবল মাত্র আমসংযুক্ত মল হইলে ইপিকাক ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অৰ্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। যদি রক্ত মিশ্রিত মল হয় তাহা হইলে মার্কুরিয়স্ কর ৬ ডাইলিউসন ঐরূপে

খাওয়াইবে। নাড়ীতে জ্বর থাকিলেও এই ঔষধে আরাম হইবে। পেটের কামড় অধিক হইলে কলোসিন্থ ৬ ডাইলিউসন উক্ত রূপে এক একবার দিবে। ব্যাবাম অধিক দিনের হইলে চারি পাঁচ দিন ঔষধ খাওয়াইয়া দুই তিন দিন বন্ধ রাখিয়া পুনর্ব্বার খাওয়াইবে এবং মধ্যে মধ্যে সলফর ৬ ডাইলিউসন দিবে। কি এলোপেথিক কি বৈদ্যমতের ঔষধ আমা-শয়ে মার্কুরিয়স কর এবং ইপিকাকের তুল্য আশু উপকারী কেহই নহে।

পথ্য।—কাঁচা বেল পোড়াইয়া বা পাকা বেল রোগীকে প্রাতে একটু খাইতে দিবে। জ্বর না থাকিলে এক বেলা পুরাতন চাউলের ভাত ও তাজা মৎস্যের ঝোল দিবে। এবং আর এক বেলা জলবার্লি দিবে। জ্বর থাকিলে জলবার্লি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মিছরির পরিবর্ত্তে একটু লবণ দিয়া খাইতে দিবে। ইহা দুই বেলাই দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু টাট্কা প্রস্তুত চাই। দুগ্ধ, ঘৃত পক্ক দ্রব্য, পেঁয়াজ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। মাংসের ঝোল দেওয়া অবিধি নহে।

কাণপাকা।

প্রধান ঔষধ—পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন।

ছেলেদের প্রায়ই এই ব্যাবাম দেখা যায। ইহা প্রায়ই কাণে দুগ্ধ বা জল পড়িয়া হইয়া থাকে। এই রোগে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলে এক ফোটা দিয়া উহা দুইবারে দুই ঘণ্টা অন্তর খাওযাইবে। সামান্য জ্বর থাকিলেও এই ঔষধে যাইবে।

যদি কাণে কাটি দেওয়া অভ্যাস হেতু হইযা থাকে তাহা হইলে আর্ণিকা ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলে এক ফোটা দিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর প্রতিবারে সেবনীয়। কাণে কাটি দেওয়া অভ্যাস অতি ভয়ানক। উহা ত্যাগ করিতে হইবে। এই অভ্যাসে অনেককে একেবারে কালা হইয়া যাইতে শুনা গিয়াছে।

কাণের ভিতরে কোন ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই।

নারাঙ্গা।

প্রধান ঔষধ—পলসেটিলা ৬ ও রসটক্স ৬।

প্রথমে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন তিনবার করিয়া দিবে। উপশম না হইলে রসটক্স ৬ ডাইলিউসন দিবে।

অত্যন্ত গাত্রদাহ থাকিলে আর্সেনিক ৬ ব্যবস্থা। জ্বর থাকিলে একোনাইট ৬ দিবে।

দাঁতের গোড়া ফোলা ও যন্ত্রণা।

প্রধান ঔষধ—প্লানটেগো ১ ডাইলিউসন।

প্রথমে দুই এক দিন বেলাডনা ৬, প্রত্যহ তিনবার করিয়া দিবে। তাহাতে না সারিলে মার্কুরিয়স ৬ ডাই-লিউসন এক দিন দুইবার দিবে। তাহাতে না কমিলে প্লানটেগো ১ ডাইলিউসন দিবসে দুইবার করিয়া দিবে। ইহার উপর আর ঔষধ নাই।

রক্ত বমন।

প্রধান ঔষধ—ইপিকাক ৬ ডাইলিউসন।

ইহার প্রধান ঔষধ ইপিকাক ৬ ডাইলিউসন। কখন কখন বমি করিতে গলা চিরিয়া যায়। এরূপ স্থলে আর্ণিকা ৬ ডাইলিউসন খাওয়ান বিধি।

রক্ত দাস্ত।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬ ও হেমামিলিস ৬।

যদি স্বাভাবিক রঙ্গের রক্ত নির্গত হয় তাহা হইলে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া এক ঘণ্টা অন্তর দিবে। যদি ঈষৎ কালবর্ণ রক্ত পড়ে তাহা হইলে হেমামিলিস ৬ ডাইলিউসন উক্ত প্রকারে ব্যবহার্য্য।

অর্শ।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬ ও সলফর ৬।

এই রোগ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু কদাচ মারাত্মক নহে। প্রাতে নকস্‌ভমিকা ৬ ও বৈকলে সলফর ৬ ডাইলিউসন প্রত্যহ এক বার করিয়া দিবে। এইরূপ মাসাবধি খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু তিন চারি দিবস খাওয়াইয়া দুই দিন করিয়া বন্ধ দিবে। যদি অধিক রক্তপড়া থাকে তবে ইস্কুলস ৬, কলিনসোনিয়া ৬, ও হেমামেলিস ৬, একে একে নিয়মিতরূপে তিন চারি দিবস

খাওয়াইবে। বেল, পেঁপিয়া ইত্যাদি যে সময়ে যে ফল পাওয়া যাইবে সুপক্ক সেই ফল খাইতে দিবে। রাত্রি জাগরণ বা কোনরূপ নেশা করা বন্ধ রাখিতে হইবে।

অম্বলের ব্যারাম।

প্রধান ঔষধ—পলসেটিলা ৬ ও নক্সভমিকা ৬।

উদরাময় থাকিলে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দিবসে তিন বার দিবে। যদি পেটের ব্যারাম না থাকে নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ জলের সহিত মিশাইয়া ঐরূপ সেবনীয়। ৫।৬ দিবস ব্যবহারে ইহাতে বুকজ্বালা ও অম্বল নিবারণ হইবে। যদি ব্যারাম অধিক দিন স্থায়ী হয় মধ্যে মধ্যে সলফর ৬ ডাইলিউসন দিবে, কিন্তু নক্সভমিকা বরাবর চালাইবে।

নিষেধ। কাঁচা অম্বল, ঘৃত ও অরহর দাউল।

ব্যবস্থা। ভাতের উপর কচি ডাব একটা করিয়া ৫।৭ দিবস খাইলে অম্বলের ব্যারাম অনেক অল্প বোধ হইবে।

বুক জ্বালা।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬।

যে কোন কারণে বুক জ্বালা করুক না কেন প্রায়ই নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অৰ্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া খাইতে দিলে ভাল হইবে। বেশী জ্বালা করিলে ১ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিবে নতুবা দুই বারমাত্র প্রত্যহ দিবে। মদ্যপায়ী, অহিফেন ইত্যাদি ব্যবহারকারীদিগের এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অরহর দাউল খাওয়া নিষেধ।

হাম ও বসন্ত।

প্রধান ঔষধ—পলসেটিলা ৬ ও বেলাডনা ৬।

হাম রোগ প্রায়ই শিশুদিগের হইয়া থাকে এবং সচরাচর বিনা ঔষধ সেবনে আরাম হয়। ইহাতে প্রায় পেটের ব্যারাম ও কাশী আসিয়া থাকে। যদি ঔষধের আবশ্যক হয় তাহা হইলে পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন অৰ্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর দুইবারে দিবে।

যদি হাম ভালরূপ না বাহির হইয়া রোগীকে কষ্ট দিতে থাকে তাহা হইলে বেলাডনা ৬ ডাইলিউসন পূর্ব্ববৎ সেবনীয়। পলসেটিলা ঔষধে জ্বর, পেটের ব্যাবাম ও কাশী সবই কমিবে কিন্তু যদি বৈকালে জ্বর আইসে তাহা হইলে সলফর ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ ব্যবহার্য্য।

বসন্ত রোগে রসটক্স ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার খাইতে দিবে। সকল প্রকার বসন্তের এই ঔষধ। পানি বসন্ত হইলে ইহাতে সত্বর আরোগ্য হইবে।

চক্ষে জল পড়া।

প্রধান ঔষধ—ইউফ্রেসিয়া ১ ডাইলিউসন।

ইহার প্রধান ঔষধ ইউফ্রেসিয়া ১ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার সেব্য। ঠাণ্ডা জল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পদার্থ চক্ষুতে দেওয়া অবিধি।

জ্বর।

প্রধান ঔষধ—একোনাইট ৩ ও বেলাডনা ৬।

সামান্য জ্বরে বিশেষতঃ সর্দ্দিসংশ্লিষ্ট হইলে একো-নাইট ৩ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। যদি চক্ষু রক্তবর্ণ ও মস্তকের যন্ত্রণা অত্যন্ত হয়, বেলাডনা ৬ ঐরূপ দিবে। একোনাইট ঔষধে নিশ্চয় জ্বরত্যাগ হইবে এবং হয়ত আর জ্বর আসিবে না। যদি জ্বর ত্যাগ হইয়া পুনরায় আসিতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ মেলেরিয়া জ্বরের মত হয় তাহা হইলে বিজ্বর অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রকারে ঔষধ দিবে।

১। উদরাময় হইয়া জ্বর হইলে নক্সভমিকা।

২। পালা জ্বর হইলে আর্সেনিক বিশেষতঃ কুই-নাইন সেবনের পর এইরূপ হইলে।

৩। জ্বরের প্রারম্ভে অতিশয় বমন থাকিলে ইপি-কাক।

৪। বৈকালে ঈষৎ জ্বর আসিলে সলফর। একো-নাইট বা বেলাডনাতে তিন চারি দিবস জ্বরত্যাগ না হইলে ব্রায়নিয়া এবং বালকদিগের পক্ষে জেলসিমিনম

প্রয়োগ ব্যবস্থা। জ্বরের সহিত অতিশয় পাতলা দাস্ত থাকিলে সকলেরই পক্ষে পলসেটিলা উত্তম ঔষধ।

পাঁচড়া।

প্রধান ঔষধ– সলফর ৬।

ইহা প্রায়ই রক্ত দূষিত হওয়া কারণে হইয়া থাকে। সলফর ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া এক সপ্তাহকাল খাইতে হইবে। পেটের গোলযোগ থাকিলে রাত্রিকালে ভাত বন্ধ করিয়া জল সাবু খাইতে দিবে।

অনিদ্রা রোগ।

প্রধান ঔষধ--বেলাডনা ৬ ও কফি ৬।

মস্তকে রক্তাধিক্য হেতু হইলে বেলাডনা ৬ ডাইলিউসন ব্যবস্থা। পেটের পীড়া হেতু হইলে পলসেটিলা দিবে। অন্য কারণে হইলে কফি ৬ দিবে। শেষোক্ত ঔষধটি বড় প্রয়োজন হয় না।

মুখে জল ওঠা।

প্রধান ঔষধ—নক্সভমিকা ৬।

এই ব্যাবাম প্রায়ই পিত্তাধিক্য হেতু হইয়া থাকে। ইহার প্রধান ঔষধ নক্সভমিকা ৬ ডাইলিউসন দিবসে দুইবার এইরূপ তিন চারি দিবস।

বালকদিগের পক্ষেও এই ঔষধ। যদি কৃমি হেতু হয়, তবে সিনা ৬ দিবে।

কৃমি।

প্রধান ঔষধ— সিনা ৬ ডাইলিউসন।

কৃমি রোগ প্রায়ই শিশুদিগের হইতে দেখা যায়। ইহার প্রধান ঔষধ সিনা ৬ ডাইলিউসন অর্দ্ধ ছটাক জলে এক ফোটা মিশাইয়া প্রত্যহ দুই বার সেব্য। ইহাতে ছোট কৃমি নষ্ট হইবে। যদি পেটে বড় কৃমি হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক চূর্ণ সেণ্টনাইন অর্দ্ধ গ্রেণ খাওয়াইলে কৃমি নির্গত হইবে।

বমন।

প্রধান ঔষধ—ইপিকাক ৬।

যে কোন কারণে হউক না কেন ইপিকাক ৬ ডাই-লিউসন সর্ব্বাগ্রে সেবন ব্যবস্থা। অম্বলের ব্যারাম থাকিলে এবং অতিশয় দাস্ত হইলে পলসেটিলা ৬ দিবে।

আঙ্গুলহাড়া।

প্রধান ঔষধ—সাইলিসিয়া ৬।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন সম্পূর্ণ যন্ত্রণা হয় নাই তখন সাইলিসিয়া ৬ ডাইলিউসন ১ ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। ইহাতে পুঁজ হওয়া বন্ধ হইবে। যদি এই ঔষধ দিবার পূর্ব্বেই পাকিতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে হিপার সলফর ৬ ডাইলিউসন পূর্ব্ববৎ দিবে। অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা নিবারণ হেতু তিসি বা ময়দার পুলটিস দিবে।

সামান্য বাত।

প্রধান ঔষধ—রসটক্স ৬ ও ব্রায়নিয়া ৬।

একস্থানে বসিয়া থাকিলে যদি বেদনা বৃদ্ধি হয় তবে রসটক্স উত্তম ঔষধ।

আঘাত লাগিয়া বাত হইলে আর্ণিকা ৬ ব্যবহার বিধি।

ছুঁচ বিদ্ধ প্রায় বেদনা হইতে থাকিলে ব্রায়নিয়া ৬ দিবে।

পারা ঘটিত বাতে নাইট্রিক এসিড ৬ ব্যবহার্য্য।

ওলাউঠা।

অসময়ে হঠাৎ ভেদ বিশেষতঃ রাত্রির শেষভাগে কিম্বা ঋতু পরিবর্ত্তন কালে অর্থাৎ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, চৈত্র ও বৈশাখ মাসের যে কোন সময়ে, দাস্ত হইল অথচ পেট খালি বোধ হইল না, দাস্ত হইতে বেগ দিতে হইল না, দাস্তের সঙ্গে প্রস্রাব হউক বা না হউক,

প্রথমবার দাস্তের পরই শ্রান্ত বোধ হওয়া ইত্যাদি ওলাউঠা রোগের প্রারম্ভ জানিতে হইবে। যদি এরূপ একবার দাস্তের পরই, কিছু না ভাবিয়া ডাক্তার রুবিণীর প্রকৃত কেম্ফর সাত আট ফোটা এবং অল্প বয়স্ককে পাঁচ ফোটা দেওয়া যায় তাহা হইলে রোগ কখনই গুরুতর হইবে না। কেম্ফর একটু পরিষ্কার চিনির সহিত খাওয়ান উচিত, জলের সহিত কদাচ নহে। যদি কেম্ফর খাওয়াইয়াও পুনরায় দাস্ত হয় তাহা হইলে আবার ঐরূপ ডোসে পুনরায় দিবে। এইরূপ যত বার দাস্ত হইবে ততবার দিবে। যদি দুই চারিবার দাস্তের পর বমি আসিয়া পড়ে এবং বমি সামান্যরূপ হয় তাহা হইলেও কেম্ফর চলিবে; কিন্তু বমি ভয়ানকরূপ হইলে কেম্ফরের সময় অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন নিম্নলিখিত প্রকারে চিকিৎসা করিবে।

ভেরেট্রম ও ডাইলিউসন—ভেদ, বমি, বুকে বা পিঠে বেদনা, ভয়ানক পিপাসা, অল্প জলে তৃপ্তি না হওয়া, নাড়ী দমিয়া যাওয়া, চাল ধোয়া জলের ন্যায় দাস্ত তৎসঙ্গে কুমড়া পচার ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত, হাত পায়ে খিল ধরা।

মাত্রা—এক ফোটা ঔষধ অর্দ্ধ ছটাক জলেব সহিত দশ পনর মিনিট অন্তব সেব্য।

আর্সেনিক ৩০ ডাইলিউসন—ভয়ানক গাত্রদাহ, ভেদ, বমি, অনিবার্য্য পিপাসা, পানের পবই তৃষ্ণা বৃদ্ধি।

মাত্রা —ঐরূপ। একেবারে অধিক জলপান করা ভেরেট্রমের লক্ষণ এবং অল্প জল পান কবা আর্সেনিকেব লক্ষণ। ভাল না বুঝিতে পাবিলে একবাব ভেরেট্রম ও একবার আর্সেনিক দিবে।

ইপিকাক ৬ ডাইলিউসন—ভেদ, পিপাসা ও অন্যান্য উপসর্গ কম কিন্তু বমি প্রধান। মাত্রা ঐরূপ।

কুপ্রম ৬ ডাইলিউসন—খিলধরা প্রধান কিন্তু অপরাপব উপসর্গও আছে। মাত্রা ঐরূপ।

ক্যান্থারিস ৬ ডাইলিউসন,—অপরাপর উপসর্গ কম, প্রস্রাবের জন্য বেগ হইতেছে অথচ প্রস্রাব হয় না। এই ঔষধে প্রস্রাব হইবে। মাত্রা ঐরূপ।

এসিড হাইড্রোসেনিক ৬ ডাইলিউসন,-ভেদবমি বন্ধ হইয়াছে কিন্তু গাত্র বরফের ন্যায় শীতল। মাত্রা ঐরূপ।

একোনাইট র‍্যাড্ ৩ ডাইলিউসন,—জ্বর আসিয়াছে এরূপ অবস্থায়। মাত্রা ঐরূপ।

বেলেডনা ৬ ডাইলিউসন,—চক্ষু লাল, বিকার অবস্থা। মাত্রা ঐরূপ, অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর।

কার্ব্বোভেজ ৬ ডাইলিউসন,—উদর স্ফীত, গাত্র শীতল।

সিকেলি ৬ ডাইলিউসন,—খিলধরা প্রধান অথচ কুপ্রমে বন্ধ হইল না।

রোগীকে শীতল জল ইচ্ছানুরূপ দিবে। জলবার্লি একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর দুই এক কাঁচ্চা করিয়া দেওয়া ব্যবস্থা।

কষ্টকর ঋতু ও তজ্জনিত পেটের বেদনা।

প্রধান ঔষধ—পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন।

ঋতুকালীন অতিশয় কষ্ট, মাথা ভার, মাথা ঘোরা, কোমর বেদনা বা যে কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকুক পলসেটিলা ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া এক ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। স্ত্রীলোকদিগের বাত ইত্যাদি যে প্রকার পীড়া হউক না কেন প্রায়ই এই একমাত্র ঔষধে সারিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আর অন্য কোন প্রকার ঔষধ এত উপকারী নহে।

দ্রষ্টব্য—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ৬ ডাইলিউসন দুই এক মাত্রা নিঃশঙ্কে খাওয়ান যাইতে পারে।

রক্তস্রাব।

প্রধান ঔষধ—চায়না ১ ডাইলিউসন।

অতিশয় রক্তস্রাবের পর চায়না ১ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া ১ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। দুই তিন বার খাইলেই স্রাব বন্ধ হইবে। এলোপ্যাথিক মতে ব্রাণ্ডি ইত্যাদি ব্যবহার করা অপেক্ষা চায়না ১ ডাইলিউসন ব্যবহারে অধিক ফল দেখা গিয়াছে।

প্রমেহ।

প্রধান ঔষধ—ক্যান্থারিস ৬ ও ক্যাপ্‌সিকম্ ৬।

যন্ত্রণা নাই কিন্তু ফোটা ফোটা প্রস্রাব হয়, কাপড়ে হরিদ্রা রঙ্গের দাগ লাগে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস ৬

ডাইলিউসন ব্যবহার্য্য। যদি অতিশয় যন্ত্রণা থাকে ক্যাপ্‌সিকম ৬ ঐরূপ ব্যবহার্য্য। ঔষধ দিবসে দুইবার করিয়া সেবনীয়। যদি ব্যারাম পুরাতন হয় থুজা ৬ ডাইলিউসনে উপকার হইবে। মধ্যে মধ্যে সলফর ৬ ডাইলিউসন ও ব্যবহার করা চাই। বহুদিনের এই ব্যারামে লাইকোপোডিয়মও উপকার দর্শাইয়া থাকে।

শ্বেত প্রদর।

প্রধান ঔষধ—কেলকেরিয়া ৬ ও আর্সেনিক ৬।

এই ব্যারাম প্রায়ই স্থূলাকার স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে। ইহার প্রধান ঔষধ কেলকেরিয়া ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া দিবসে দুইবার। যদি রোগ পুরাতন হয় তবে দুই তিন দিবস কেলকেরিয়া দিয়া আর্সেনিক ৬ ডাইলিউসন এইরূপ ব্যবহার্য্য। ঔষধ মাসাবধি খাইতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ একেবারে বন্ধ রাখিবে ও তার পর দুই এক

দিন সলফব ও ডাইলিউসন দিয়া পুনরায় কেলকেরিয়া দিবে।

ভিজা স্থানে অবস্থান বা ভিজা কাপড় পবিধান নিষেধ। প্রাযই এই দুই কারণে স্ত্রীলোকদিগেব এই ব্যাবাম হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে এই বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করা উচিত।

আপিং বা বিষাক্তদ্রব্য খাওয়া।

আপিং বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য খাইলে রোগীকে একটু নুন গুলিয়া বা মাছের অাঁইসের জল খাইতে দিবে। ইহাতে বমি হইবে। বমি হইলেই রোগীর নিস্তার। রোগী যাহাতে ঘুমাইতে না পায় এরূপ বন্দোবস্ত করিবে।

প্রসবের পর জ্বর।

প্রধান ঔষধ—একোনাইট ৬ ও আর্নিকা ৬।

যদি অতিশয় বেগে জ্বর আইসে তাহা হইলে একো-নাইট ৬ ডাইলিউসন এক ফোটা আন্দাজ অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া ১ ঘন্টা অন্তর দিবে। দুই দিবস এই ঔষধ দিয়া যদি উপশম না হয় তাহা হইলে জেলসি-মিনম ১ ডাইলিউসন দিবে। বিজ্বর হইলে আর্সেনিক ৬ ডাইলিউসন ঐরূপ ব্যবহার্য্য। যদি প্রসব করিতে রোগী কষ্ট পাইয়া থাকে তাহা হইলে আর্ণিকা ৬ ডাই-লিউসন জ্বর বা বিজ্বর কালীন ব্যবহার্য্য।

এই পুস্তকের উপযোগী ঔষধের বাক্স।

২৪ শিশির সাধারণ চিকিৎসার বাক্স (মেহগ্নি কাষ্ঠের) ফোটা ফেলার যন্ত্র ও এই পুস্তক সহিত				৮৷৹
৩০ শিশির	ঐ	ঐ	ঐ	১০৲
৩৩ ,, বাহ্যপ্রয়োগের ঔষধ সমেত		ঐ	ঐ	১২৲
৪০ ,,	,,	ঐ	ঐ	১৪৲
৫০ ,,	,,	ঐ	ঐ	১৬৲